এমএসএস খবর

মার্চ, ২০২৫ সংখ্যা

আর্থসামাজিক উন্নয়নে সাফল্যের ৫০ বছর ১৯৭৪-২০২৪

MSS Working for the People

স্বাধীনতা দিবসে শিশুকাননের আয়োজনে চিত্রাঙ্কন অনুষ্ঠান

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য এক ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করে মানবিক সাহায্য সংস্থা। মানবিক সাহায্য সংস্থার সোসাল সার্ভিসেস প্রোগ্রাম দ্বারা পরিচালিত ঠাকুরগাঁও ও সৈয়দপুর অঞ্চলের ১৯ টি শিশুকানন-প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চিত্রাঙ্কন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়।

এই আয়োজনে অংশ নিয়ে শিশুরা তাদের কল্পনায় আঁকা রঙিন বাংলাদেশকে ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে। স্বাধীনতার চেতনা, দেশের প্রতি ভালোবাসা ও সৃজনশীলতার মেলবন্ধনে শিশুদের আঁকা প্রতিটি ছবি যেন ছিল একটি স্বপ্নের বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি, যেখানে মিশে আছে মুক্তিযুদ্ধের গৌরব, সবুজ প্রান্তর আর শান্তিময় ভবিষ্যতের বার্তা।

এই আয়োজনে অংশ নিয়ে শিশুরা তাদের কল্পনায় আঁকা রঙিন বাংলাদেশকে ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে। স্বাধীনতার চেতনা, দেশের প্রতি ভালোবাসা ও সৃজনশীলতার মেলবন্ধনে শিশুদের আঁকা প্রতিটি ছবি যেন ছিল একটি স্বপ্নের বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি, যেখানে মিশে আছে মুক্তিযুদ্ধের গৌরব, সবুজ প্রান্তর আর শান্তিময় ভবিষ্যতের বার্তা।

কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে এমএসএস-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

মানবিক সাহায্য সংস্থা'র কর্মীদের পেশাগত জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মার্চ মাসে ২৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এমএসএস প্রশিক্ষণ ইউনিট। এমএসএস-এর প্রধান কার্যালয় এবং সিবিআরসি, সৈয়দপুরে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে "ইন্ডাকশন ট্রেনিং অব নিউ এমপ্লয়িস" এবং "বেসিক মাইক্রোফিন্যান্স কোর্স"- বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এমএসএস- এর ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর জনাব কাজী মঞ্জুর হাসান এবং সিনিয়র ট্রেনিং অফিসার আবুছালে মোহাম্মদ আলাউদ্দীন করিম এবং এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং অফিসার আজমেরী রিমা।

প্রশিক্ষণে মোট ০৩ ব্যাচে ২৩ জন কর্মী অংশগ্রহন করেছেন। তাদের মধ্যে ০৫ জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ০৬ জন কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ০২ জন শাখা হিসাবরক্ষক এবং ১০ জন ট্রেইনি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও প্রশিক্ষণে সংস্থার মহিলা ঋণদান কর্মসূচীর বিভিন্ন পদে কর্মরত কর্মীবৃন্দরাও অংশগ্রহণ করেন।

মাসব্যাপী কৃষক ও মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এমএসএস

মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)-এর এসএমএপি প্রকল্পের কৃষক ও মাঠকর্মীদের ফসল উৎপাদনে ও গবাদি পশু পালনে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫৭ টি শাখায় কর্মী প্রশিক্ষনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে ফসল উৎপাদন ও গবাদি পশু পালন বিষয়ে ৯২টি ইনফরমাল প্রশিক্ষণ, ৮টি ফরমাল প্রশিক্ষণ এবং টিএসএস বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৪টি কর্মী প্রশিক্ষনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী বিভিন্ন শাখায় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা, এমএসএস-এর প্রোগ্রাম অফিসার (কৃষি) ও সহকারি কৃষি অফিসারগণ নিয়মিত ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছেন।

কৃষক পর্যায়ে এসকল প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এমএসএস দেশের কৃষক ও কৃষির উন্নয়নে বিশাল অবদান রাখছে। এসকল প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে গবাদি প্রাণী ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে কৃষক ও মাঠকর্মীরা আশাবাদী।

জীবনযুদ্ধে হার না মানা কৃষক দম্পতির গল্প

এক কৃষক দম্পতির সাফল্যের গল্প অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে বগুড়ার শত শত মানুষকে। গল্পটা বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার ফুলকোর্ড গ্রামের কৃষক দম্পতি মোছাঃ জহুরা বেগম ও মোঃ আঃ রসিদ-এর।

দাম্পত্য জীবনের শুরু থেকেই তারা লড়াই করেছেন অভাবের সঙ্গে। নিজের জমি না থাকায় জমি বর্গা নিয়েছেন মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে। মাত্র ২২ শতাংশ জমি দিয়ে শুরু হয় তাদের কৃষিকাজ। প্রথম ফসলেই আসে সাফল্যের হাসি, পরবর্তীতে চাষের পরিধি বাড়লেও উৎপাদন ব্যয় সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। পরে জানতে পারেন মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) এবং জাইকার অর্থায়নে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত 'এসএমএপি' (স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল সাইজড ফার্মার্স এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ডাইভার্সিফিকেশন ফিনান্সিং) প্রকল্পের কথা।

সেখান থেকে ২০১৯ সালে জহুরা বেগম প্রথমবারের মতো ৩০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। পর্যায়ক্রমে সাত দফায় ঋণ গ্রহণ ও একের পর এক কৃষি প্রশিক্ষণ জহুরাকে পরিণত করেছে একজন দক্ষ ও সফল চাষীতে। বর্তমানে জহুরা বেগম ও আঃ রসিদ দম্পতির রয়েছে একটি টিনসেট বাড়ি, নিজস্ব চাষযোগ্য জমি, ৫টি গরু ও ৬-৭টি ছাগল।

জহুরা বেগম বলেন, "আমি কৃতজ্ঞ জাইকা, বাংলাদেশ ব্যাংক আর মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)-এর প্রতি। এক সময় আমি নিজে স্বপ্ন দেখতাম, আর এখন আমি অন্যদের স্বপ্ন দেখাতে পারি।"

কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি ও বৈচিত্র্যময় ফসল চাষ করে তারা নিজেরা যেমন স্বাবলম্বী হয়েছেন, তেমনি হয়ে উঠেছেন এলাকার কৃষকদের জন্য অনুপ্রেরণার প্রতীক।

প্রকাশনায় ঃ মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিট- এমএসএস
সেল সেন্টার (তয় তলা), ২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৪১০২০৯২১, ৪১০২০৯২২, ৪১০২০৯২৩
ই-মেইল ঃ info@mssbd.org, mediaunit@mssbd.org